



69840 - কুকুর পালন করা, স্পর্শ করা ও চুম্বন করা

প্রশ্ন

কুকুর পালন নাপাকরি অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি কেবল ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য কোনো মুসলিম কুকুর পালবে, কুকুরকে ঘররে বাইরে রাখবে এবং ঘররে চৌহদ্দরি শেষে প্রান্তে রাখবে তাহলে তার জন্য কীভাবে নিজেকে পবিত্র রাখা সম্ভব? সে যদি নিজেকে পরষিকার করার জন্য কোনো মাটি বা ধুলা না পায় তাহলে এর হুকুম কী? মুসলিমের জন্য নিজেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে এর কোনো বকিল্প আছে কী? কখনো কখনো দেখা যায় উল্লিখিত ব্যক্তি কুকুরকে দৌঁড়েরে সঙ্গী বানায়, কুকুরের উপর হাত বুলিয়ে দেয়, কুকুরকে চুম্বন করে, ইত্যাদি।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

শকারের উদ্দেশ্যে কথিবা গবাদি পশুকে পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্যে কুকুর প্রতাপালন করা জায়যে নহে। ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর রাখা যাবে, তবে শর্ত হচ্ছে ঘর শহররে বাইরে হওয়া এবং বকিল্প কোনো উপায় না থাকা। মুসলিমের জন্য কুকুরের সাথে দৌঁড়েরে মাধ্যমে কাফেরদেরে অনুকরণ করা জায়যে নহে। কুকুরের মুখ স্পর্শ করা ও চুম্বন করা বহুবধি রোগেরে কারণ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কুকুর পালনের হুকুম:

পবিত্র শরীয়ত মুসলিমেরে জন্য কুকুর পালন হারাম করেছে। যে ব্যক্তি এই বধিান লঙ্ঘন করবে শরীয়ত তার নকৌ থেকে এক কীরাত বা দুই কীরাত হ্রাস করার শাস্তি নিরিধারণ করেছে। তবে এর থেকে শকারেরে জন্য এবং গবাদিপশু ও শস্যক্ষেতে পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর প্রতাপালনকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করেছে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি গৃহপালতি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ বা শকার করার জন্য অথবা শস্য ক্ষেতে পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে প্রতদিন তার নকে আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকবে।”[হাদীসটি মুসলিম (১৫৭৫) বর্ণনা করেন]



আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি পালতি পশুর রক্ষাকারী কথিবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালতে তার আমল থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত পরমাণ সওয়াব কমে যায়।” [হাদীসটি বুখারী (৫১৬৩) ও মুসলিম (১৫৭৪) বর্ণনা করেন]

ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পালন করা জায়েয?

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘এই তিনটি উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করার বৈধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যমেন: ঘর ও রাস্তা পাহারা দাওয়া। প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে হাদীসে উল্লিখিত তিনটি উদ্দেশ্যের কারণে উপর কয়িস করে এটি জায়েয। সেই কারণটি হচ্ছে: ‘প্রয়োজন’।’ [সমাপ্ত] [শরহু মুসলিম (১০/২৩৬)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘সুতরাং যে ঘর নগররে অভ্যন্তরে থাকে সেটি পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পালনের প্রয়োজন নাই। এমন অবস্থায় এই উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করা হারাম; নাজায়েয। এমন কুকুর প্রতিপালনকারীদের নকী থেকে প্রতিদিন এক কীরাত বা দুই কীরাত করে কমবে। সুতরাং তাদের উচিত এই কুকুর পালন না করে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু, যদি ঘরটি এমন জনশূন্য স্থানে হয় যার আশপাশে মানুষজন নাই, তাহলে তার জন্য ঘর ও ঘরের মানুষের পাহারার জন্য কুকুর পালন করা জায়েয। গবাদপিশু ও শস্যক্ষেতে পাহারা দেওয়ার চয়ে ঘরের লোকজন পাহারা দেওয়া বেশী দরকারী।’ [সমাপ্ত] [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (৪/২৪৬)]

এক কীরাত ও দুই কীরাতের বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে কিছু মতামত রয়েছে, যথা:

হাফযে আইনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

- এটি দুই শ্রণীর কুকুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে; দুই শ্রণীর মধ্যে এক শ্রণী অন্য শ্রণীর চয়ে বেশী কষ্টদায়ক।
- কারণে মতে: শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে দুই কীরাত, আর মরু অঞ্চলে এক কীরাত।
- কারণে কারণে মতে: ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উদ্ভূত। প্রথমত এক কীরাত উল্লেখ করা হয়েছিল। পরে তীব্রতা বৃদ্ধি করে দুই কীরাত উল্লেখ করেছেন। [উমদাতুল কারী (১২/১৫৮)]

কুকুর কী নাপাক?

প্রশ্নকর্তার বক্তব্য: ‘কুকুর পালন নাপাকরি অন্তর্ভুক্ত’ কথাটি এমন শর্তহীনভাবে সঠিক নয়। কারণ কুকুরের সত্তা নাপাক নয়; বরং কুকুরের লালায় নাপাকি আছে; যখন সে কোনো পাত্র থেকে পান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুকুর স্পর্শ করল কথিবা কুকুর তাকে স্পর্শ করল তার জন্য নিজেকে মাটি কথিবা পানি দিয়ে পবিত্র করা আবশ্যিক নয়। যদি কুকুর



কোনো পাত্র থেকে পান করে, আর কড়ে ঐ পাত্রটি ব্যবহার করতে চায়; তাহলে সেই পাত্রেরে পান ফেলে দিয়ে সাতবার পান দিয়ে এবং অষ্টমবার মাটি দিয়ে ঐ পাত্র ধুয়ে ফেলেতে হবে। আর যদি সটে কুকুরেরে জন্য নর্দিষ্ট করে দেয় তাহলে সটে ধোয়া আবশ্যকীয় নয়।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “কুকুর কোন পাত্রেরে পান করলে সেই পাত্রকে পবিত্র করতে হলে সটেকে সাতবার ধৌত করতে হবে। এর মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে (মাজতে হবে)।” [হাদীসটি মুসলিমি (২৭৯) বর্ণনা করেন]

মুসলিমেরে অপর এক বর্ণনায় (২৮০) আছে: ‘কুকুর যদি কোনো পাত্রেরে পান করে তাহলে সটে সাতবার ধৌত করতে হবে। আর অষ্টমবার মাটি দিয়ে ধৌত করতে হবে।’

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহমাহুল্লাহ বলেন:

‘কুকুরেরে ব্যাপারে আলমেরা তিনটি মতে বিভক্ত। প্রথম মত হচ্ছে: কুকুর পবিত্র; এমনকি কুকুরেরে লালাও। এটি মালকেরে মাযহাব। দ্বিতীয় মত হচ্ছে: এটি অপবিত্র; এমনকি পশমও। এটি শিফায়ীর মাযহাব এবং ইমাম আহমদেরে বর্ণনাদ্বয়েরে একটি। তৃতীয় মত হচ্ছে: এর পশম পবিত্র; লালা অপবিত্র। এটি ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদেরে অন্য বর্ণনা। এই মতটি বেশিদ্ধতম। তাই যদি কোনো পোশাকে বা কাপড়ে কুকুরেরে পশমেরে সাক্ষিতা স্পর্শ করে তাতে সটে অপবিত্র হয়ে যায় না।’ [সমাপ্ত] [মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/৫৩০)]

অন্য স্থানে তিনি বলেন:

‘কোনো বস্তুর মূল অবস্থা হচ্ছে পবিত্রতা। সুতরাং কোনো দলীল ছাড়া কোনো কিছুকে অপবিত্র বা হারাম বলা জায়যে নাই। কোনো আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ

“আল্লাহ তোমাদেরে জন্য যা যা হারাম করছেন বস্তুতাবিভাবে সেগুলোর বিবরণ দিয়েছেন; অবশ্য নরিপায় হয়ে তোমরা কিছু খেতে বাধ্য হলে তার কথা আলাদা।” [সূরা আন’আম: ১১৯]

তিনি আরো বলেন:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ

‘কোনো সম্প্রদায়কে পথ দেখানোর পর তারা ক’কি পরহির করবে তা স্পষ্টভাবে বলে না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ



তাদেরকে বপিথগামী করেন না। আল্লাহ সবকিছু ভালোভাবে জানেন।”[সূরা তাওবাহ: ১১৫]

... বিষয়টি যাহেতে এমন তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “কুকুর কোন পাত্রে পান করলে সেই পাত্রকে পবিত্র করতে হলে সেটাকে সাতবার ধৌত করতে হবে। এর মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে (মাজতে হবে)।” অন্য হাদীসে বলছেন: “যদি কুকুর পান করে...” এ সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসে কেবল **ولوغ** (জিহ্বা দিয়ে পান করা)-এর কথা বলা হয়েছে; বাকি কোনও অঙ্গরে কথা উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং অন্যান্য অঙ্গকে নাপাক বলার ভিত্তি হচ্ছে কয়ীস।

অধিকন্তু, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারের কুকুর এবং গবাদিপশু ও শস্যক্ষেতে পাহারার কুকুর প্রতাপালনে ছাড় দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ ধরণের কুকুর পালনে নঃসন্দেহে তার শরীরে কুকুরের পশমের স্কিততা লগে যায়; যমেনভাবে খচ্চর, গাধা বা অন্যান্য প্রাণীর স্কিততা লগে। তাই কুকুরের পশম নাপাক বলার মত এমন সংকীরণ পরিস্থিতি থেকে এ উম্মাহকে মুক্ত রাখা হয়েছে।[সমাপ্ত][মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/২১৭, ২১৯)]

তবে কউে যদি হাতে স্কিততা থাকা অবস্থায় কুকুরকে স্পর্শ করে অথবা কুকুর স্কিত থাকা অবস্থায় সেটেকে স্পর্শ করে তাহলে সতর্কতা হিসেবে হাতকে সাতবার ধুয়ে ফলেবে। এর মধ্যে একবার মাটি দিয়ে ধৌত করবে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘কুকুর স্পর্শ করার প্রসঙ্গে কথা হলো: যদি স্কিততা ছাড়া স্পর্শ করে তাহলে হাত নাপাক হয় না। আর যদি স্কিতা থাকা অবস্থায় স্পর্শ করে তাহলে অনেকে আলমেরে মতে এতে করে হাত নাপাক হয়ে যায় এবং হাত সাতবার ধৌত করা ওয়াজবি হয়; এর মধ্যে একবার মাটি দিয়ে ধোয়া।[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১১/২৪৬)]

কুকুরের নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি:

কুকুরের নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতির বিবরণ (46314) ও (41090) নং প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে সাতবার কুকুরের নাপাকি ধুয়ে ফেলার পর একবার মাটি দিয়ে ধুয়ে ফেলো ওয়াজবি। মাটি থাকলে সেটি ব্যবহার করা ওয়াজবি; অন্য কিছু মাটির বকিল্প হবে না। আর যদি মাটি না পায় তাহলে পবিত্র করে এমন অন্যান্য বস্তু যমেন সাবান ব্যবহার করতে সমস্যা নই।

কুকুরকে চুম্বন করা কী জায়যে?

প্রশ্নকর্তা কুকুরকে চুম্বন করার যে বিষয়টি উল্লেখ করেছে তা বহু রোগের কারণ ঘটায়। শরীয়তেরে বধিান লঙ্ঘন করে কুকুরকে চুম্বন করা অথবা কুকুরের পান করা পাত্র পবিত্র করার আগে তা থেকে পান করার ফলে মানুষ বহু রোগে আক্রান্ত



হয়।

এর মধ্যে রয়েছে: পাস্তুরলোসিস রোগ। এটি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ। এর জীবাণু সাধারণত পশু ও মানুষের শ্বাসতন্ত্রে প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান থাকে। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে এই জীবাণু শরীরকে আক্রান্ত করে রোগ সৃষ্টি করে।

এর মধ্যে আরো রয়েছে: ইচনিকোকোসিস রোগ। এটি পরজীবীঘটিত একটি রোগ যা মানুষ ও প্রাণীর অন্তরে সংক্রমণ ঘটায় এবং সাধারণত লভির, ফুসফুস, পটেরে গহ্বর এবং শরীরের অন্যান্য অংশে প্রভাব ফেলে।

এই রোগের কারণে 'ইকাইনকুস ক্রানলোসিস' নামক এক ধরনের ফতিকুমরি উৎপত্তি হয়। এগুলো ছোট কীট, দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ থেকে ৯ মিলিমিটার। তিনটি অংশ নিয়ে এগুলো গঠিত: মাথা, গলা ও দহে। মাথায় চারটি শিচোক অঙ্গ থাকে।

এই শ্রগীর প্রাপ্তবয়স্ক কুমুগিলো তাদরে বাহক প্রাণী যমেন- কুকুর, বড়াল, শয়াল ও নকেড়রে অন্তরে বাস করে।

যখন কোন কুকুর প্রতপিলক কুকুরকে চুমু খায় বা তাদরে পাত্র থেকে পানি পান করে তখন এই রোগ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

[দখুন: ড. আলী ইসমাইল উবাইদ আস-সনিফী রচিত 'আমরাদুল হাইওয়ানা তুল আলীফা আল্লাতি তুসীবুল ইনসান' গ্রন্থ]

সারকথা হচ্ছে:

শকারের উদ্দেশ্যে কথিবা গবাদিপশুকে পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্যে কুকুর প্রতপিলন করা জায়যে নহে। ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর রাখা যাবে, তবে শর্ত হচ্ছে ঘর শহররে বাইরে হওয়া এবং বকিল্প কোনো উপায় না থাকা। মুসলমিরে জন্য কুকুরের সাথে দৌঁড়রে মাধ্যমে কাফরেদরে অনুকরণ করা জায়যে নহে। কুকুরের মুখ স্পর্শ করা ও চুম্বন করা বহুবধি রোগের কারণ।

এই পবতির পূর্ণাঙ্গ শরীয়তরে জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এই শরীয়ত এসছে মানুষেরে দ্বীন ও দুনিয়া সংশোধনরে লক্ষ্যে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।